মহাবৈয়াকরণ আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত

বাক্যপদীয়

[ব্রহ্মকাণ্ড]

দ্বিতীয় খণ্ড

[কারিকা ৯৯-১৫৫]

মূল কারিকা, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পণীসহ
সম্পাদিত

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভর্তৃহরি-রচিত 'বাক্যপদীয়ে'র প্রথমকাণ্ড 'ব্রহ্মকাণ্ডে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। নানা কারণে ইহার প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় পাঠকসমাজের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

'বাক্যপদীয়' পাণিনীয় ব্যাকরণের অতি গম্ভীর দার্শনিকতাপূর্ণ দুরূহ নিবন্ধ। ভর্তৃহরি এই মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী, বার্ত্তিক, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, ব্যাড়িকৃত 'সংগ্রহ' যাহা বর্তমানে লুপ্ত, শিক্ষা, নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গ ও বৈদিক ও অবৈদিক তৎকাল-প্রচলিত প্রধান প্রধান দার্শনিক প্রস্থানসমূহের প্রামাণিক গ্রন্থরাজি প্রভৃতিতে আলোচিত শব্দার্থবিষয়ক বিচিত্র সমীক্ষাসমূহকে অবলম্বন করিয়াই। কোন কোন গবেষক মনে করেন ভর্তৃহরি বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। কেননা, 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের নানা স্থলে তিনি বেদের প্রতি যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বিশাল বৈদিক বাঙ্ময় তথা মীমাংসা প্রভৃতি বৈদিক দর্শনের সহিত তাঁহার যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সাক্ষ্য এই গ্রন্থমধ্যে সর্বত্র আমরা লক্ষ্য করি, তাহা হইতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বীই ছিলেন। ভর্তৃহরি পাণিনীয় মহাভাষ্যের উপর একখানি ব্যাখ্যানগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন—যাহা 'ত্রিপদী' নামে পরিচিত। ইহা হইতে অনুমান করা অনুচিত হইবে না যে, পাণিনীয় 'অষ্টাধ্যায়ী'-র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পাদের উপর পতঞ্জলিকৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যা তিনি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা 'মহাভাষ্য-দীপিকা' নামেও পরিচিত। ইহার কিছু অংশ সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আমাদের 'বিবৃতি'তে তাহা হইতে প্রয়োজনমত কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়াছি।

ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়ে'র কারিকাগ্রন্থের উপর গদ্যে একখানি বৃত্তি বা ব্যাখ্যাও রচনা কারিয়াছিলেন—যাহা 'স্বোপজ্ঞ-বৃত্তি' রূপে পরিচিতি। ইহার উপর বৃষভদেব-রচিত ব্যাখ্যা বা পদ্ধতিও পাওয়া যায়। তাহাও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে 'স্বোপজ্ঞ-বৃত্তি' 'বাক্যপদীয়ে'র 'ব্রহ্মকাণ্ড' এবং

'বাক্য-কাণ্ডের' কিছু অংশের উপরই পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গ্রন্থের উপর ভর্তৃহরিকৃত 'স্বোপজ্ঞবৃত্তি' বর্তমানে দুর্লভ। ইহা ছাড়া হেলারাজ এবং পুণ্যরাজরচিত 'বাক্যপদীয়'-ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে। হেলারাজের ব্যাখ্যার নাম 'শব্দ-প্রভা'।

ভর্তৃহরি স্ফোটবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। 'ব্রহ্মকাণ্ডে' অতি বিস্তৃতভাবে স্ফোটসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভর্তৃহরি ছিলেন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক এবং তাঁহার মতে ঔপনিষদ সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রহ্মের মতই 'শব্দ' অদ্বিতীয় তত্ত্ব—এই জগৎ শব্দেরই বিবর্ত। আমাদের যাবতীয় জ্ঞান 'শব্দানুবিদ্ধ'—শব্দ জ্ঞান এবং অর্থ উভয়েরই প্রকাশক। ভর্তৃহরির মতে জ্ঞানমাত্রই 'স-বিকল্পক', যেহেতু উহা শব্দানুস্যূত। 'নির্বিকল্পক' জ্ঞান তাঁহার মতে সম্ভব নহে। ভর্তৃহরি প্রতিপাদিত স্ফোটবাদ, শব্দাদ্বৈতবাদ এবং জ্ঞানমাত্রেরই সবিকল্পকত্ব-বিষয়ক দার্শনিক সিদ্ধান্ত পরবর্তী বিভিন্ন প্রস্থানের দার্শনিক আচার্য্যগণ কর্তৃক নানাভাবে আলোচিত এবং খণ্ডিত হইয়াছে। 'বিবৃতি'-তে আমরা যথাসম্ভব তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

অলংকার শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ভর্তৃহরির স্ফোটবাদের গুরুত্ব সমধিক। যদিও ভামহ প্রমুখ কয়েকজন চিরন্তন আলংকারিক স্ফোটবাদের প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াছেন বটে, তথাপি ধ্বনিকার এবং অভিনবগুপ্ত প্রমুখ নব্য আলংকারিকগণ যে ভর্তৃহরির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, ইহা তাঁহাদের গ্রন্থ অনুশীলন করিলেই জানিতে পারা যায়। আনন্দবর্ধন স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে সাহিত্যে ধ্বনিতত্ত্ব শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন' টীকায় ভর্তৃহরির নামোল্লেখ প্রসঙ্গে 'তত্রভবান্' 'ভগবান্' প্রভৃতি গভীর সম্মান-সূচক বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন। 'ব্যক্তি-বিবেক'-প্রণেতা রাজানক মহিমভট্ট, 'বক্রোক্তিজীবিত'-কার আচার্য্য কুন্তক, 'কাব্যপ্রকাশ'-রচয়িতা মম্মট ভট্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আলংকারিকগণের নিবন্ধে ভর্তৃহরির 'বাক্য-পদীয়' গ্রন্থ হইতে বহু উদ্ধৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অতএব ভর্তৃহরি যে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

'ব্রহ্মকাণ্ডে'র বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে পারিয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের আধিকারিক এবং সুযোগ্য কর্মিবৃন্দের আনুকূল্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি ব্যতীত এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। সেজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং যে সকল জিজ্ঞাসু পাঠক দীর্ঘকাল এই গ্রন্থের প্রকাশের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট গ্রন্থপ্রকাশে এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

'বিধান নিবাস'
ফ্ল্যাট নং এন্-৪/ই-২
৪ বিধান শিশু সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৫৪

ইতি
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য